হযরত ইব্রাহীম (আ:) , পর্ব-১

আবুল আম্বিয়া নবীদের পিতা খালিলুল্লাহ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইতিহাসের এমন এক ব্যক্তি যিনি ইসলাম, খ্রীষ্ট, ইহুদি তিনটি ধর্মেই সম্মানিত। যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির পিতা যার বংশধরদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন বহু নবী-রাসূল এবং যার বংশধরদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। প্রত্যেকের জীবনেই আমরা নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, পরীক্ষার মুখোমুখি হই। অনেক পরীক্ষায় আমরা সফল হই। আবার অনেক পরীক্ষায় ব্যর্থ হই এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি, যার সামনে আল্লাহ একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষা রেখেছেন এবং প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন।

আমাদের জীবনে যদি কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, আমরা যদি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখব তিনি যেভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তার তুলনায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করছি এবং তার জীবন থেকে আমরা এটাও বুঝবো যে কারো জীবনে বেশি বেশি বাধা- বিপত্তি আসা মানে এই নয় যে আল্লাহ তার ওপর রেগে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ তাকে এত বেশি ভালোবাসেন তার ঈমানের প্রতি আল্লাহর এতটা আস্থা রয়েছে যে আল্লাহ তার সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রেখেছেন। যেন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সে আল্লাহর আরো কাছে চলে আসে। ঠিক যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার দৃঢ় ঈমানের পরিচয় দিয়ে খলিল্লুাহ বা আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবার মর্যাদা পেয়েছিলেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীর বুকে এক আল্লাহর এবাদত করার দিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার সন্তানেরা সেই বাণী প্রচার করে গেছেন হাজার হাজার বছর ধরে। এ এক আশ্চর্য বিষয় যে সে ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক সমাজে যাকে বলা যেতে পারে শিরকের এক আখড়া। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে অনেক স্কলারদের মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলন বা ব্যাবিলন শহরের তুড় পাহাড়ের অঞ্চলে। যা বর্তমান সময়ের ইরাকের ইল্লাহ শহরে অবস্থিত। আল হাকিমের হাসিদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাঃ কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল নূহ (আ) ইব্রাহিম

(আ:) এর মধ্যে গত বছরের ব্যবধান ছিল তিনি বলেছিলেন ১০ প্রজন্ম। যা অনেকে অনুমান করেন প্রায় ২ হাজার বছরের সমান। অন্যদিকে আততাইর বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ইছা (আ:) এর মধ্যে আনুমানিক ২ হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বাবিল শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে কাছির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন যুবহুর ওলামাদের মতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতার নাম ছিল আহলে এবং আহলে কিতাবরা উচ্চারণ করাত তালেহক। তার আরও একটি প্রচলিত নাম আছে যা হলো আযাহার এবং এই নামটি পবিত্র কুরআনে এসেছে।

কোন কোন স্কলারদের মতে তালেহ ছিল মেসোপটায়িম রাজ্যের প্রখ্যাত পুরোহিত এবং সে মূর্তি নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর মধ্যে একটি দেবতা ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল আযাহার এবং তালেহ সেই দেবতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিল বিধায় তালেহ মানুষ আযাহার ডাকত। প্রাচীন সেই বাবলিন শহরে ততদিনে শিরহক ছড়িয়ে পড়েছিল পুরোদমে। এরকম এর শিরহকের প্রাণকেন্দ্রে শহরের সবচেয়ে সুপরিচিত ভাস্করের ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে শিশু। শৈশব থেকেই তার কৌতূহলের কোন অভাব ছিল না। চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা নিয়ে চুপচাপ বসে ভেবে দেখার অভ্যাস ছিল। সে যত বড় হতে লাগল তত ভাবতে লাগল এইযে, আমার বাবা নিজ হাতে পাথর জোগাড় করে এনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। সেই ভাস্কর্য আবার দেবতা হয় কি করে। আমার বাবা যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলো সে আবার আমার বাবাকে সৃষ্টি করলো কি করে। এই প্রশ্নগুলোর জবাব কখনোই তার কাছে মেলেনি। তাকে শুধু বলা হতো এটাই আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এভাবে ইবাদত করতেন। তাই আমরাও এভাবেই এবাদত করি। সামাজিকভাবে আযাহারের সন্তান সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছানো খুব সহজ ছিলো। সে বিখ্যাত পুরোহিত আযাহারের সন্তান।

এই পরিচয়েই আরাম-আয়েশে তার জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সেই পথ বেছে নেয়নি বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগল এবং সামাজিক প্রথা গুলো নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি নাযিল হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার সমাজের মানুষদের কাছে যৌক্তিকভাবে এক আল্লাহর এবাদত করার আহ্বান

জানাতে লাগলেন। এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম বিশেষভাবে তার পিতা আযাহারকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। আমরা দেখি যে ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে ইসলামের পথে আহবান করে গেছেন। এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে, তিনি ছিলেন তবুও তিনি সঠিক ছিলেন। তার বাবাই ভুল পথে ছিল। তবুও তিনি রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং ধৈর্য্যরে সাথে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছেলের এমন আন্তরিক আবেদন আযাহারের হৃদয় হৃদয় ¯পর্শ করল না। হতে পারে সে সময়কার সবচেয়ে প্রখ্যাত পুরোহিত এবং মূর্তি নির্মাণকারী হিসেবে তার কাছে সামাজিক স্ট্যাটাস বড় ছিল। তার ছেলের আবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে আযাহার বলল: ইব্রাহিম তুমি কি আমার দেবতাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি এসব কর্মকান্ড বন্ধ না করো তোমাকে আমি পাথর মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার সামনে থেকে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও। আমরা গল্প শোনার সময় এটা সচরাচর চিন্তা করিনা গল্পের মানুষদের সাথে যা ঘটছে তা আমার সাথে করলে কেমন হতো।

একবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোরআনের একটি আয়াত শেয়ার করলেন আর সেখানে হাজারো এংরি রিয়াক্ট। শত শত আক্রমনান্তক মন্তব্য আপনার পাশে দাঁড়ানোর মত একটা মানুষ নেই। এমন অবস্থায় যেই না আপনি ভাবছেন অন্তত আপনার পরিবারের মানুষ আপনার নিজের বাবা-মা আপনাকে বুঝবে। আপনি যে পথে আছেন সেটাকে সাপোর্ট করবেন। অমনি যদি তারাও আপনাকে গালমন্দ করে আর বলে পাথর মেরে আপনার মাথাটা ফাটিয়ে দেবে এবং আপনাকে বলে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যেতে। আপনার তখন কেমন লাগতো, কতটা ক্ষোভ, কতটা হতাশা, কতটা অভিমান জমা হতো আপনার মনে। অথচ এরকমই এক অবস্থায় ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তার বাবাকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে বললেন: একদিন বড় এক উৎসব পালন করা হবে, সেখানে হাজির হবে শহরের সব মানুষ। আযাহারও সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু উৎসবের ঠিক আগে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম তাকে জানালেন তার অসুখ। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে পারবেন না। বাস্তবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। শিক্ষকতার একটি নীতি হলো কোনো মুখে বোঝালে শিক্ষার্থীর না বুঝে তাহলে তাকে এক্সপেরিমেন্ট বা প্রাক্টিক্যাল দেমনস্ট্রেশন এর মাধ্যমে বোঝানো উচিত। (চলবে..)

সংকলনে: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন

কুষ্টিয়ায় টিকা নিতে কেন্দ্রে উপচে পড়া ভীড়, উপেক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি

গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ২৯১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়। এছাড়াও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয় সুত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এদিকে করোনার ভ্যাকসিন (টিকা) নিতে কুষ্টিয়ার কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখা গেছে। সকাল সাড়ে ৯ টায় টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হলেও ভোর থেকেই মানুষ কেন্দ্রে ভীড় জমাচ্ছেন।

টিকা প্রদান শুরু হওয়ার আগেই সেখানে হাজার-হাজার মানুষের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে। সেখানে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন প্রবণতা দেখা যায়নি। মানুষের উপচে পড়া ভীড় সামাল দিতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ভীড়ের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই সোমবার বেলা পৌনে ১২ টায় টিকা ফুরিয়ে যায়। টিকা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিজেদের গন্তব্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, গত শনিবার থেকে কুষ্টিয়ায় শুধু একটি কেন্দ্রে করোনার টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে গত দু দিন ধরে কুষ্টিয়া আরপিটিআই কার্যালয় কেন্দ্রে এই টিকা প্রদান কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু সেখানে মানুষের উপচেপড়া ভীড়ের কারণে স্থান সংকুলন না হওয়ায় রোববার কেন্দ্র পরিবর্তন করে পাশেই কুষ্টিয়ার কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নেয়া হয়। গতকাল সোমবার টিকা প্রদান কেন্দ্র কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় , আগের দিনের মতই সেখানে ভীড় উপচে পড়ছে। বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষের একটি কক্ষে পুরুষ আর একটি কক্ষে নারীদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। কক্ষ থেকে শুরু হওয়া লাইন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাঠ ছাপিয়ে একেবারে প্রধান ফটকের বাইরে চলে গিয়ে রাস্তায় এসে ঠেকেছে। বাইরে ও সামনের সড়কে মানুষের

দীর্ঘলাইন। সব মিলিয়ে অন্তত চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ টিকা কেন্দ্রে জড়ো হয়েছেন। টিকা নিতে আসা লাইনে দাঁড়ানো কয়েক জনের সাথে কথা হয়।

তারা জানান, গত চার দিন আগে তারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন। কিন্তু কোনো এসএমএস পাননি। তারপরও এসেছেন টিকা নিতে। আবার কয়েকজন জানান, তাঁরা এসএমএস পাওয়ার পর টিকা নিতে এসেছেন। টিকা নিতে আসা কাকলী খাতুন জানান, টিকা নেয়ার জন্য তিনি সকাল ৭ টায় কেন্দ্রে এসেছেন। একটু আগে তিনি টিকা নিতে পেরেছেন। টিকা নিতে এসে ধাক্কাধাক্কি; আর অব্যবস্থাপনা দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সিভিল সার্জন ডা: এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, শনিবার টিকা নেয়ার জন্য ৩২৬ জনকে এসএমএস পাঠানো হয়, রোববার ৫শ জন এবং সোমবার ৬শ জনকে এসএম এস পাঠানো হয়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ টিকা নেয়ার জন্য ভীড় জমানোর কারণে শনিবার ১০২৮ জন, রোববার ১০৫৬ জন এবং সোমবার ৬শ জনকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। সিভিল সার্জন জানান, যারা এসএমএস পাচ্ছেন কেবল মাত্র তারাই টিকা নিতে পারবেন। কিন্তু কেউই কথা শুনছেন না।

শুধু রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়েই টিকা নিতে কেন্দ্রে চলে আসছেন। আগের তুলনায় এখন টিকা নিতে ভিড় বাড়ার কারণ কি এ প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন জানান, আগে বয়স ছিল ৪০ বছর। এখন বয়স ৩৫ বছর করা হয়েছে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। যে কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ টিকা নিতে কেন্দ্রে ভিড় করছেন। এদিকে ভীড়ের কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে টিকা কেন্দ্রে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। যারা এসএমএস পাবেন কেবল মাত্র তাদেরকেই টিকা প্রদান করা হবে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে কুষ্টিয়া শহরে এ সংক্রান্ত মাইকিং করার প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুন থেকে কুষ্টিয়ায় চীনা ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রদান শুরু হয়। তবে সেই টিকা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। স্বাস্থ্য বিভাগ, মেডিকেল ষ্টুডেন্টসহ দশ ক্যাটাগরির মানুষ এই টিকা নিতে পেরেছেন। আর সাধারণের জন্য যারা অনেক আগে রেজিষ্ট্রেশন করেছিলেন তাদেরকে গত শনিবার থেকে টিকা দেয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার (১৩ জুলাই) থেকে জেলা সদর ও উপজেলায় একযোগে গণটিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হবে। জেলায় এবার ৩০ হাজার ৪শ টিকা পাওয়া গেছে। সদরের জন্য ১০ হাজার ৪শ এবং বাকি ৫ উপজেলায় ২০ হাজার টিকা প্রদান করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে গত

২৪ ঘন্টায় ৯৯০ জনের নমুনা সংগ্রহ করে ২৯১ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়। এছাড়াও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান আটক -১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে চুয়াডাঙ্গায় লালন মন্ডল নামের এক মাদকসেবির কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা রেলবাজার মোজাম্মেল হকের পেট্রল পাম্পের পিছনে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ আটক করে তাকে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডল (৪১) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলপাড়ার মৃত কপিল মন্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধা ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদসহ সঙ্গীয় ফোর্স চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন স্থানে মাদক বিরোধী অভিয়ান চালায়। এসময় রেল বাজার মোজাম্মেল হকের তেল পাম্পের পিছন থেকে গাঁজাসহ লালন মন্ডলকে আটক করে।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে লালন মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডলকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মিরপুর মাজিরহাটে মাঠের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ, হুমকির মুখে ফসলী জমি ও বসতি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের মাজিরহাট গ্রামে মাঠের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বেশ কিছু ফসলি জমি অনাবাদিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু বাড়ি-ঘর জলাবদ্ধতার কারনে হুমকির মুখে পড়েছে। এ

ঘটনায় দ্রুত মাঠের জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, উপজেলার মাজিরহাট জিয়েলগাড়ী ও মহিষাদাড়ী গ্রামের মাঠের ৫-৭শ বিঘা ফসলি জমি রয়েছে। সেখানে বর্ষাকালে জমে থাকা বৃষ্টির পানি ওই গ্রামের রাস্তার কালভার্টের মুখ দিয়ে নিষ্কাশন হতো।

দীর্ঘদিন ধরে এ মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য হাজীর খাল দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হতো। হঠাৎ ই সেই মাঠের পানি নিষ্কাশনের খালটির কিছু অংশ জোরপূর্বক মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। মাজিরহাট গ্রামের বাধপাড়া এলাকার মৃত জিন্দার আলীর ছেলে ঈদবার আলী, আঃ হান্নান ও মান্নান তিন ভাই যোগসাজশে এ খাল ভরাট করে। যার ফলে মাঠের পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় পানি জমে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া এতে জিয়েলগাড়ী ও মহিষাদাড়ী গ্রামের ঘরবাড়িও পানিতে নিমজ্জিত হয়। এতে ভোগান্তি বেড়েছে হাজারো পরিবারের।

কৃষক জহুরুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের এ মাঠটির পানি নিষ্কাশনের জন্য এই হাজীর খালটি ব্যবহার করা হতো। আমদের বাপ দাদাদের সময় থেকে এটি ব্যাবহার হয়ে আসছে। অথচ ঈদবার আলী, আঃ হান্নান ও মান্নানদের এলাকার প্রভাবশালী ও লাঠির জোর থাকায় তারা জোরপূর্বক খালের মাথার অংশ ভরাট করে দেয়। শুধু তাই নয়, সেই খাল থেকে ক্যানেলে পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারি কালভার্টের এক অংশে মাটি ভরাট করে ধানের চারা বপন করেছে। একটু বৃষ্টিতেই পুরো মাঠের জমির পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষক আয়নাল মন্ডল, লিয়াকত আলী মোল্লা, আইজেল মোল্লা বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে ফসলি জমি অনাবাদি জমি হিসাবে পরিণত হয়েছে। এছাড়া মাঠে পানি বৃদ্ধির কারণে জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছেন আশেপাশের এলাকার বেশ কিছু পরিবার। দ্রুত মাঠের জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তারা।

মহিষাগাড়ী (১ নং ওয়ার্ড) আ’লীগের সভাপতি মিরাজুল ইসলাম জোয়ার্দার বলেন, কয়েক গ্রামের এ মাঠে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের জন্য একশো বছরের হাজী খালটি ব্যবহার করে আসছে কৃষকরা। কিন্তু হঠাৎই এ খালের কিছু অংশ ভরাটের ফলে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ায় ফসল নষ্ট হচ্ছে। স্থানীয় চেয়ারম্যানকে আমরা বেশ কয়েকবার বলেও পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারিনি। খাল বন্ধ করা আঃ মান্নানের সাথে মুঠোফোনে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি ফোন রিসিভ করেন নি।

এ ব্যাপারে কুর্শা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওমর আলী বলেন, বিষয়টি স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছে। দ্রুত উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গার বটতলা বাজারে অবস্থিত মসজিদের সংস্কার কাজে বাঁধা

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে অবস্থিত মসজিদের সংস্কার কাজে বাধা এবং নানাভাবে হয়রানি কারার অভিযোগ উঠেছে শফিকুল ইসলাম জান্টুর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মসজিদের কাজে বাঁধা দেয়ায় ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসিসহ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। যে কোন মূল্যে মসজিদের সংসস্কারের কাজ চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এলাকাবাসি।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে ২০০০ সালের দিকে তৎকালিন সাবেক বেগমপুর ইউপি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সোমবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার এ ভ্রাম্যমাণ পরিচালনা করেন।
কন্ট্রাক্টার নিয়ামত আলী তারানগর গ্রামের মৃত,বকসো শেখের ছেলে। ইউএনও সুজন সরকার জানান,আরশাদ কসাই দির্ঘদিন ধরে তার নিজের কৃষি জমিতে পুকুর খনন করে মাটি ও বালু উত্তোলন করে সেগুলো কন্ট্রাক্টারের মাধ্যমে বাইরে বিক্রি করছিলো।
এতে করে পাশের জমির ক্ষতি হওয়ায় তাকে কয়েকবার নিষেধ করা হয়েছে। তার পরও সে নিষেধাঙ্গা অমান্য করে গোপনে বালু বিক্রি করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।অভিযান চলাকালীন সময়ে পুকুর থেকে বালু নিয়ে আসার সময় বালুসহ ট্রাক্টর দেখা গেলে সেখানে ভ্রাম্মমান আদালত বসানো হয়।
পরে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলন করার অপরাধে কন্ট্রাক্টার নিয়ামত আলীকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ৫(১) ধারায় নিয়ামত আলীককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ঝিনাইদহে হাট-বাজারে মানুষের উপচেপড়া ভীড়, মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি

ঝিনাইদহে লকডাউনের ১২তম দিনে হাট-বাজারে মানুষের উপচেপড়া ভীড়, সড়ক-মহাসড়কে বেড়েছে মানুষের উপস্থিতি। সকাল থেকেই বাজারে গাদি করে কেনা-বেচা করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা, শহরে বেড়েছে মানুষের চলাচল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাতো দুরের কথা মাস্ক পরতে দেখা যায়নি অনেকের। এমন পরিস্থিতিতেও নেই প্রশাসনের তেমন কোন নজরদারি । যেখানে প্রতিনিয়তই সংক্রমন বৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েই চলেছে।
এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের তদারকি না বাড়ালে সংক্রমনের হার বৃদ্ধি ও মৃত্যুর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশংকা করছেন সচেতন মহল।

গাংনীতে নতুন এসিল্যান্ড নাজমুল আলমের যোগদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সহকারি কমিশনার (ভূমি) (এসিল্যান্ড) হিসেবে যোগদান করেছেন মোঃ নাজমুল আলম। আজ (১২ জুলাই) সোমবার দুপুরে তিনি গাংনী ভূমি অফিসে যোগদান করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। নাজমুল আলম চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুহুদা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি ৩৫ তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত। ইতোমধ্যে মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। ১১ মাস ৮ দিন পর গাংনী উপজেলায় বদলির আদেশ হলে তিনি এখানে যোগদান করেন। গাংনী উপজেলাবাসির ভুমিসংক্রান্ত বিষয়ে সকল সেবা নিশ্চিত করবেন বলে জানান এ কর্মকর্তা। সেবা প্রদানে সকল শ্রেনীপেশার মানুষের সহযোগীতা কামনা করেন মোঃ নাজমুল আলম।

ঝিনাইদহে ইউপি সদস্য’র অসামাজিক কাজে বাঁধা দেওয়ায় নারীকে মারধর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বয়েড়াতলা গ্রামে ইউপি সদস্যকে অসামাজিক কার্যকলাপে নিষেধ করায় গোলাপি খাতুন (৫০) নামের এক নারীকে মারপিট করার অভিযোগ উঠেছে।বর্তমানে ওই নারী ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
আহত গোলাপী খাতুন অভিযোগ করে বলেন,৬ বছর আগে একই গ্রামের ইউপি সদস্য বিশারত আলীর বোনের কাছ থেকে ৫ শতক জমি কেনেনে ২ লাখ ২০